১৬ জুন ২০২২

বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ৮ হাজার কোটি টাকা বাড়ানো দরকার

-বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের অনলাইন সংলাপে ড. আতিউর রহমান*

বিদ্যমান বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীল থেকেই আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে জনচাহিদার বিবেচনায় এ বরাদ্দের ক্ষেত্রে আরেকটু উদার হওয়া যেতো। গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাপ্রার্থীরা মোট স্বাস্থ্য ব্যয়ের ৬৮ শতাংশ নিজেরাই বহন করছেন। এবারের বাজেটে বাড়তি ৮ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে এই অনুপাত ৫১ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব বলে মনে করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান। আজ বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ, ব্র্যাক জেমস পি. গ্রান্ট স্কুল অফ পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ^বিদ্যালয় এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের যৌথ আয়োজনে 'বাজেট ২০২২-২৩-এ স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দের পর্যালোচনা' শীর্ষক অনলাইন জাতীয় সংলাপে তিনি এ কথা বলেন। সংলাপে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক তথ্যমন্ত্রী এবং কুষ্টিয়া ০২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব হাসানুল হক ইনু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. প্রাণ গোপাল দত্ত, এমপি (কুমিল্লা ০৭) এবং মিসেস লুৎফুন নেসা খান, এমপি (মহিলা আসন ৪৮)।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাসানুল হক ইনু, এমপি সার্বজনীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা করে ঐ পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিটি বছরের স্বাস্থ্য বাজেট প্রণয়নের ওপর জোর দেন। সকলের জন্য সুলভে মান সম্মত স্বাস্থ্যসবো নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য বীমার বিকল্প নেই বলে মত দেন ড. প্রাণ গোপাল দত্ত, এমপি। তিনি মনে করেন যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব সার্বজনীন স্বাস্থ্য বীমা নিয়ে পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নেয়া জরুরি। আলোচনায় আরও যেসব নীতি-প্রস্তাবনা উঠে এসেছে তার মধ্যে আছে- 'আউট-অফ-পকেট হেলথ এক্সপেন্ডিচার' কমানোর লক্ষ্যে সার্বজনীন প্রাথমিক

স্বাস্থ্যসেবার ব্যপ্তি বৃদ্ধি, সরকারি সেবাকেন্দ্রে বিনামূল্যে ঔষধের সরবরাহ বৃদ্ধি, এবং সকল ধরনের রোগ-নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর ও অভিমত পর্বে অংশ নেন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আসা জনস্বাস্থ্য-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ, কর্মকর্তা এবং অন্যান্য অংশীজন। তাদের আলোচনায় জাতীয় বাজেটে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধের জন্য বরাদ্দের অপ্রতুলতা, নগরাঞ্চলে সরকারি স্বাস্থ্যসেবার অপ্রাপ্যতা, স্বাস্থ্য ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও হিসাব ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণের অভাবের বিষয়গুলো উঠে আসে।

স্বাস্থ্যখাতের বিশৃঙ্খলা এবং অব্যবস্থাপনা বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারীদের দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে। ডাঃ বে-নাজির আহমেদ, প্রাক্তন পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ, ডিজিএইচএস, বলেছেন, "আমাদের এই সেক্টরে গুরুতর অব্যবস্থাপনা রয়েছে এবং এটি শুধুমাত্র অপর্যাপ্ত জনবলের কারণে। সঠিক মানুষ সঠিক জায়গায় নেই। আমরা উপজেলা পর্যায়ে সুসজ্জিত হাসপাতাল তৈরি করছি কিন্তু চিকিৎসা প্রযুক্তিবিদ, চিকিৎসক, নার্স ইত্যাদির হাসপাতাল গুলো খালি পড়ে আছে। তিনি আমাদের দেশের নগর স্বাস্থ্যের অবনতির দিকেও ইঙ্গিত করেছেন এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের স্থানীয় সরকারকে আরও কার্যকরভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আহ্বান জানান।

ব্র্যাকের স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির পরিচালক, মোর্শেদা চৌধুরী বলেন যে আমাদের আরও সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতার বিষয়ে জোর দেন। "ইপিআই, ওআরএস ইত্যাদি প্রোগ্রাম এনজিও দ্বারা পরিচালিত হয় এবং খুব সফল হয়। এই ধরনের আরও সাফল্যের গল্প তৈরি করতে, সরকারী ও বেসরকারী খাতের সম্বন্বয় প্রয়োজন।"

আয়োজকদের পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচের থিমেটিক গ্রপের সভাপতি অধ্যাপক ড. রুমানা হক। এবং সংলাপ সঞ্চালনা করেন উন্নয়ন সমন্বয়ের প্রকল্প সমন্বয়কারি জাহিদ রহমান।

প্রেস রিলিজ

BANGLADESH
HEALTH WATCH

বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ
৬৮ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণী, ৫ম তলা, আইসিডিডিআর,বি ভবন, মহাখালী, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮০-২-৯৮২৭৫০১-৪, ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৫৮৮১০৩৮৩, ইমেইল: bhw@bracu.ac.bd, ওয়েব: bangladeshhealthwatch.org